সংবাদ

তারিখ ..09. JUN. 2015. ...
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ২ ......

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের টিউশন ফির ওপর ১০ শতাংশ ভ্যাট প্রত্যাহার করুন

- শেখ কবির হোসেন

দেশের ৬৫ ভাগ শিক্ষার্থী বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করছে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে আসন সীমিত হওয়ায় শিক্ষার্থীদের বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে হচ্ছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে টিউশন ফি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর তুলনায় অনেক বেশি। তবুও অভিভাবকগণের কষ্টার্জিত অর্থে সন্তানদের বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াচ্ছেন। এমতাবস্থায় বাজেটে টিউশন ফি'র উপর ১০ শতাংশ হারে (মুসক) আরোপের প্রস্তাব শিক্ষার্থীদের উপর "মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা" বলে অভিহিত করে বাংলাদেশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সমিতির সভাপতি শেখ কবির হোসেন অবিলম্বে তা প্রত্যাহারের দাবি জানান। তিনি বলেন, বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান নয়। এসব প্রতিষ্ঠান ট্রাষ্টি বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। ট্রাষ্টি বোর্ডের সদস্যগণ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কোন লভ্যাংশ গ্রহন করেন না। তিনি উল্লেখ করেন, ভ্যাট আরোপের ফলে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে। মুসকের অর্থ শিক্ষার্থীদেরই বহন করতে হবে- যা তাদের পরিবারের উপর বাড়তি চাপ সৃষ্টি করবে। এছাড়া জনপ্রিয় বর্তমান সরকারের প্রতি ছাত্র সমাজের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে। এছাড়া বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা মুখ থুবড়ে পড়বে। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী ক্যাম্পাস, জমি ক্রয়, বিল্ডিং নির্মাণসহ অন্যান্য সকল কার্যক্রম ব্যাহত হবে। অন্যদিকে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এ ধরনের কোন কর প্রযোজ্য হচ্ছে না। বরং সেখানে সরকারের সকল সুযোগ-সুবিধা আরও বৃদ্ধি হচ্ছে, যা শিক্ষার্থীদের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করবে। ব্যয় বৃদ্ধি পেলে শিক্ষার্থীগণ দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় আগ্রহ হারিয়ে উচ্চ শিক্ষা গ্রহনে বিদেশে পাড়ি জমাবে। এতে প্রচুর পরিমাণে দেশীয় অর্থ বিদেশে চলে যাবে। জনাব শেখ কবির বলেন, সরকারের উচিত ভ্যাট আরোপ না করে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার মান বৃদ্ধি করে উন্নত জাতি গঠনে এদের সহযোগিতা করা।